সংবাদ

তারিখ ... 22 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...১...

অস্বচ্ছ নিয়োগ ও পরে সনদ জমাদান

এমপিও বঞ্চিত হচ্ছেন সাড়ে ৯শ' শিক্ষক

রাকিব উদ্দিন

১ হাজার ৬১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) অস্বচ্ছভাবে নিয়োগ পাওয়া প্রায় ৭০০ শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করতে পারছে না। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হিন্দুধর্মীয় যেসব শিক্ষক আদ্য মধ্য উপাধি জমা দেননি তাদেরও (৪০ থেকে ৫০ জন) এমপিওভুক্ত করা যাচ্ছে না। শরীরচর্চা বিভাগ ও কৃষিবিদ্যার শিক্ষকরা বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। একাডেমিক সনদ ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা না থাকায় কয়েকটি বিদ্যালয়ের মাত্র একজন করে শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করতে হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

নতুন এমপিওভুক্ত কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়েও সংশ্লিষ্টরা জটিলতায় পড়েছেন। মাউশি'র কলেজ শাখার পরিচালক প্রফেসর দীপক কুমার নাগ 'সংবাদ'কে জানান, এমপিও নীতিমালার জনবল কাঠামো অনুযায়ী কলেজের প্রতি ২৫ শিক্ষার্থীর অনুপাতে একজন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করতে হয়। কিন্তু অনেক শিক্ষক চাকরিতে যোগদানের অনেক পরে সনদ [illegible] দেয়ায় নিয়মানুযায়ী তাদের এমপিওভুক্ত করা যাচ্ছে না।

মাউশি'র কলেজ শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আগে চাকরি এবং অনেক পরে সনদ জমা দেয়ায় প্রায় ২০০ কলেজ শিক্ষক এমপিও বঞ্চিত হচ্ছেন। বিএ পাস সনদ প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যেসব শিক্ষক ইন্টারমিডিয়েট সনদ দিয়ে অবৈধভাবে চাকরিতে নিয়োগ পেয়েছেন এবং পরে বিএ এবং বিএড কোর্স করেছেন তাদেরও মাউশি এমপিওভুক্ত করতে পারছে না। মাউশি'র সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, যাদের শিক্ষকতার কমপক্ষে আট বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যারা আনুষঙ্গিক সব ধরনের সরকারি শর্ত পূরণ করতে পারছেন কেবল তাদেরই এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরাও বিপাকে পড়েছেন। নিয়মানুযায়ী যেসব নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শিক্ষকতা পেশায় ১০ বছরের অভিজ্ঞতা নেই তাদের সহকারী শিক্ষকের

হচ্ছেন : পৃষ্ঠা : ২ ক :

হচ্ছেন : এমপিও বঞ্চিত

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মতো বেতন স্কেল দিতে হচ্ছে। আর নিয়মানুযায়ী যেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পেশায় ১২ বছরের অভিজ্ঞতা নেই তাদের সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল দিতে হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলে মাউশি'র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

মাউশি'র সহকারী পরিচালক (কলেজ) আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী সংবাদ'কে জানান, নতুন এমপিওভুক্ত কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোর কোন শিক্ষকই নিয়মানুযায়ী এমপিও'র আওতায় আসেন না। সেসব প্রতিষ্ঠানের একজন করে শিক্ষককেও এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে।

মাউশি'র কর্মকর্তারা জানান, নিয়মানুযায়ী এমপিওভুক্তির পর একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ জন শিক্ষক ও একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়। তবে যেসব বিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্ম পড়ানো হয়, সে ধরনের বিদ্যালয়ে আরও একজন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন তৃতীয় এবং একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ ৭ শিক্ষক এমপিওভুক্ত হয়। শুধু বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দু'জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়।

আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী জানান, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়ে। ৬০০ থেকে ৭০০ শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকের নিয়োগকালীন যোগ্যতা নেই। তারা শিক্ষকতায় যোগদানের অনেক পড়ে (ব্যাচেলর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন) ডিগ্রি অর্জন করেছেন। নিয়োগের সময় তারা এই সনদ জমা না দেয়ায় তাদের এমপিওভুক্ত করা যাচ্ছে না। হিন্দু ধর্ম শিক্ষা এবং কৃষিবিদ্যার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ১৬ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১ হাজার ৬১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে। এরমধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সর্বোচ্চ ৫২৯টি এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৫৮টি।

মাউশি'র পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর জাকির হোসেন সংবাদ'কে জানান, নতুন এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের কাগজপত্র ও তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।